কুষ্টিয়ায় ৬৭০টাকা কেজি দরে গরুর মাংস বিক্রি শুরু

কুষ্টিয়ায় সুলভ মূল্যে গরুর মাংস বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে শহরের পৌরবাজারে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

জেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের আয়োজনে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) আব্দুল ওয়াদুদ।

এ সময় কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পার্থ প্রতিম শীল, জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. আল মামুন হোসেনসহ মাংস বিক্রেতা ও ভোক্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. আল মামুন হোসেন জানান, দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়ার বাজারগুলোতে গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

আজ থেকে পৌরবাজারের একটি মাংসের দোকানে প্রতিদিন ৬৭০টাকা কেজি দরে গরুর মাংস বিক্রি করা হবে।
এদিকে সুলভ মূল্যে মাংস ক্রয় করতে পেরে বেশ খুশি ভোক্তারা।

কুষ্টিয়ায় মাছ ব্যবসায়ী হত্যা মামলায় ৩ আসামি গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের উত্তর চাঁদপুর গ্রামের মাছ ব্যবসায়ী ও বিএনপি নেতা আমিরুল ইসলাম ওরফে নান্নু
(৪৫) হত্যা মামলায় আরো তিনজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। গতকাল বুধবার রাতে ঢাকার খিলগাঁও এলাকা থেকে আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া র্যাব-১২, সিপিসি-১ এর কোম্পানি

কমান্ডার লে. কমান্ডার বি এন এম আবুল হাশেম সবুজ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- যদুবয়রা ইউনিয়নের উত্তর চাঁদপুর গ্রামের আতাহার আলীর ছেলে মো. সবুজ আলী (৪৩), হেলাল উদ্দিনের ছেলে মো. বাবু (২৫) ও মো. আতাহারের ছেলে মো. সুমন (৪২)।

নিহত নান্নু উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের উত্তর চাঁদপুর গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে এবং উপজেলা বিএনপির সাবেক সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক।

কুষ্টিয়া র্যাব -১২, সিপিসি-১ এর কোম্পানি কমান্ডার লে. কমান্ডার বিএন এম আবুল হাশেম সবুজ জানান, গত ১৪ মার্চ সন্ধ্যায় ইফতার শেষে মোটরসাইকেল করে নান্নু কেশবপুর এলাকায় তার ইজারাকৃত পুকুরে মাছ পাহারা দিতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আধিপত্য বিস্তার ও পূর্বশত্রুতার জেরে দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে নান্নুকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে এবং কলাবাগানে লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। ঘটনার পরদিন নিহতের ভাই বাদী হয়ে কুমারখালী থানায় ১৬ জনকে আসামি করে মামলা করেন।

হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই দিন রাতেই নিহত নান্নুর সমর্থকরা বেশকিছু ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এসব ঘটনায় কুমারখালী থানায় দুইটি পাল্টাপাল্টি মামলা হয়েছে।

হত্যা মামলায় ঘটনার দিন আটককৃত যদুবয়রা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মিজান গ্রেফতার হন। তিনি বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছেন।

চাঞ্চল্যকর নান্নু হত্যা মামলার পলাতক তিনজন আসামিকে যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার করে জেলা গোয়েন্দা শাখায় হস্তান্তর করা হয়েছে। অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট

হয়ে যুবক নিহত

কুষ্টিয়ায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মনির হোসেন (২২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকালে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী মহাসড়কের মোল্লাতেঘরিয়া এলাকায় মনির অক্সিজেনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মনির হোসেন কুমারখালি উপজেলার কয়া আবাসন এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে মনির হোসেন শহরের কাজ শেষে বাইসাইকেলযোগে বাড়ি ফিরতেছিলো। এ সময় মোল্লাতেঘরিয়া এলাকায় মনির অক্সিজেনের সামনে একটি দ্রুতগামী ট্রাক তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও সহায়তা প্রদান

শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ-এমপি।

তিনি বলেন, জাতির পিতা একটি অসাম্প্রদায়িক দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ক্ষুধামুক্ত, উন্নত ও আত্মমর্যাদাশীল দেশ হবে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সাড়ে তিন বছরের মাথায় সোনার বাংলা গড়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু। তাকে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ব্যাহত করা হয়েছে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সংগ্রাম করে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নের ধারায় ফিরেছে। যে বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত ছিল আজকে সেই বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

আজ শনিবার (১৬মার্চ) সকালে ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের মাধবপুর এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও সহায়তা প্রদানকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছেন। একসময় এই এলাকাটি চর এলাকা ছিল। এখন রাস্তা ঘাটসহ এলাকায় অনেক পাকা বাড়ী হয়েছে। এলাকার মানুষের উন্নয়ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষুধামুক্ত এবং দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাচ্ছেন বলেই এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ-এমপি আরও বলেন, এমন ভয়াবহ আগুন যা আগে কখনো দেখিনি এই এলাকাবাসী।ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা ভেঙে পড়বেন না মনোবল হারাবেন না। আপনাদের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যা যা করণীয় তাই করতে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাবো। এনজি থেকে যারা লোন নিয়েছেন আগামী ৬ মাসে কোন কিস্তির টাকা দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ না করে বিষয় টি দেখতে জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করেন তিনি। একইসাথে বিনাসুদে ঋণ প্রদান করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা যেন ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারে এজন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা-মিরপুর) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ কামারুল আরেফিন বলেন, অগ্নিকান্ডের ঘটনার সময় আমি ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা অপারেশন থিয়েটার চালুর অনুষ্ঠানে ছিলাম। এলাকার মানুষের জন্য হাসপাতালের অপারেশন চালুর পর এক প্রসুতি মায়ের সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে নবজাতককে কোলে নিয়ে যখন আনন্দ উল্লসিত করছও ঠিক তখনই এই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে আমি নিজে ছুটে যায়। এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করি। একেএকে ফায়ার সার্ভিসের বারোটি ইউনিটের মাধ্যমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। ততক্ষণে পুড়ে

ছারখার হয়ে যায় হাজারো কৃষকের স্বপ্ন। এরপর আমরা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে আমাদের নেতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপির পরামর্শে এবং সহায়তায় তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। আমরা আজকে ৫০০ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী, শাড়ী, লুঙ্গি ও প্রত্যেককে দুই হাজার টাকা দিচ্ছি। এবং আমি কথা দিচ্ছি আগামী ঈদের সামনে বাকী ৩৬৬ জন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে এমন সহায়তা প্রদান করবো পাশাপাশি এসব কৃষকরা যেন ক্ষতি কাটিয়ে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ।

অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা-মিরপুর) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ কামারুল আরেফিন-এমপি, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ এহেতেশাম রেজা, ভেড়ামারা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ রফিকুল আলম চুনু, ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আক্তারুজ্জামান মিঠু, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আকাশ কুমার কুন্ডু, মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত আবুল কাশেম জোয়ার্দার, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ভেড়ামারা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আলম জাকারিয়া টিপু ও বাহাদুরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল রানা পবন প্রমুখ।

পরে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ পরিবারের প্রত্যেককে চাল, ডাল, তেল, খেজুর, সেমাই, চিনি, ছোলা, শাড়ী, লুঙ্গিসহ দুই হাজার নগদ টাকা প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ায় এলিট ক্লাব জোনের শো-রুম উদ্বোধন

গ্রাহকদের চাহিদা, রুচিশীলতা, আধুনিকতা ও আয়ের সক্ষমতার কথা বিবেচনায় রেখে কুষ্টিয়া শহরে আধুনিক ডিজাইনের নারী-পুরুষের জন্য নানান ধরনের কালেকশন নিয়ে এলিট ক্লাব জোনের শোরুম উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় শহরের ছয় রাস্তা মোড়ে ফিতা কেটে এ

শো রুমের উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া পৌরসভার ২ নং পৌর কাউন্সিলর খন্দকার মাজেদুল হক ধীমান।

এলিট ক্লাব জোনের স্বত্বাধিকারী মো: বিল্লাল এর সভাপতিত্বে এসময় কুষ্টিয়া চেম্বার কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক মেজবার রহমান, ডা: ফয়সাল আরেফিন রাজীব, কুষ্টিয়া সিটি কলেজের সহকারী অধ্যাপক রোটারিয়ান ওবাইদুর রহমান, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা লেখক ও গবেষক ইমাম মেহেদী, ব্যবসায়ী আশফাক আহমেদ শিপলু, সময়ের কাগজের সহকারী সম্পাদক শফিউর রহমান হোলালসহ ব্যবসায়ী ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

এলিট ক্লাব জোনের স্বত্বাধিকারী মো: বিল্লাল জানান, এলিট ক্লাব জোনের সামগ্রীর মান ও দামের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রেখে গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এর প্রোডাক্ট নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি।

প্রত্যেকটি পুরুষদের জন্য শার্ট, টি-শার্ট, পাঞ্জাবী, গ্যাবাডিন, জিন্স প্যান্ট সহ নারীদের তৈরী পোষাকের বিপুল সমাহার। কম মূল্যে আধুনিকতার ছোঁয়া দিতেই এলিট ক্লাব জোনের পণ্যসামগ্রী দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় আগুনে পুড়লো শতশত বিঘা পানবরজ

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কয়েকটি গ্রামের শতশত বিঘার পানের বরজ। আজ রবিবার দুপুরে উপজেলার রায়টা পাথরঘাটা গ্রামে ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ভেড়ামারা ও মিরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

গোসাইপাড়া এলাকার বয়ষ্ক আবদুল লতিফ বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ১০ মিনিটের মধ্যে পুরো মাঠে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মুহুর্তেই কয়েকশো বিঘার ওপরে পানের বরজ পুড়ে গেছে। সব পানের বরজ পুড়ে গেছে। কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলেও জানান তিনি।

তবে এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বলেন, হঠাৎ পানের বরজে আগুন দেখতে পাই আমরা। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন পার্শ্ববর্তী ক্ষেতগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। ১০০ বিঘা পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুনের লেলিহান শিখা দাউদাউ করে জ্বলছে। পানবরজ পুড়ে আশেপাশের বসতবাড়ীতেও জ্বলছে এ আগুন।

ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক রফিকুজ্জামান বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, মিরপুর, ঈশ্বরদী, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা থেকে ফায়ার সার্ভিসের টিম কাজ করেছে। আগুন দুই কিলোমিটার ছড়িয়ে পড়ে। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠো।

কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক জানে আলম জানান, দুপুরে রায়টা পাথরঘাট মাঠের একটি পানের বরজে আগুন লাগে। পরে পাশের বরজেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে পুরো মাঠে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে ওই এলাকায় পানি না থাকায় আমাদের রিজার্ভ পানি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছিলাম। এছাড়া প্রচণ্ড বাতাসের কারণে আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয়েছে। আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বাহাদুরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল রানা জানান, রায়টা থেকে শুরু করে রায়টা, মাধবপুর ও গোসাইপাড়া এলাকার কয়েকশত বিঘা পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুনে কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছি।

এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন কুষ্টিয়া ২ আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউএনও আকাশ কুমার কুন্ডু।

ডাক বিভাগকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর করা হবে:

পলক

ডাক বিভাগকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর করা হবে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

তিনি বলেন, সার্ভিস ডেলিভারি, ব্যাংকিং, ই-কমার্স ও বীমা এই ৪টি সেবা পাবলিক-প্রাইভেট ও মিডিয়া পার্টনারশিপের সমন্বয়ে আগামীর সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট ডাক বিভাগ গড়ে তুলবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামীর সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ ও স্মার্ট ইকোনমি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে স্মার্ট ডাক বিভাগ।

গতকাল শনিবার রাতে কুষ্টিয়া প্রধান ডাক ঘর চত্বরে ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নব-নির্মিত প্রধান ডাক ভবনের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ সব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আমরা গত ১৫ বছরে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করেছি, ইন্টারনেট সহজলভ্য করেছি; যার ফলে আইটি সেক্টরে ১০ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে, ১৩ লক্ষ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তৈরি হয়েছে এবং আইসিটি একটি রপ্তানি খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ। ৪টি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবার মান ও পরিধি আরও বৃদ্ধি করে আমাদের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে স্মার্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরবো।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের আওতায় আগামী ৬ মাসের মধ্যে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান দেশের ৬৪ জেলার ডাক বিভাগকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর করা হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল আমিনুর রহমান, কুষ্টিয়া ডেপুটি পোস্ট মাস্টার মিরাজুল হক, ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল (ইএমসি) খন্দকার মাহবুব হোসেন, কুষ্টিয়া প্রধান ডাক ঘরের পোস্ট মাস্টার আবুল কালাম আছাদ, সুপার অলক কুমার বিশ্বাসসহ স্থানীয় রাজনীতিবিদ, গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে মন্ত্রী কালিশংকপুরে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার এর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

কুষ্টিয়ায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

‘নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ’- এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে কুষ্টিয়ায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া পাবলিক স্কুলের আয়োজনে আজ শুক্রবার বিকেলে শহরের আঞ্জুম’স কিচেনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কুষ্টিয়া পাবলিক স্কুলের সহকারী পরিচালক শাহানাজ আমানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া ডায়াবেটিকস হাসপাতালের চিকিৎসক ডা: মোহনা, আঞ্জুম’স কিচেনের সিওও সাফিনা আঞ্জুম জনী, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের লেকচারার ইফফাত জাহান হীরা, আইডিএলসি ফিন্যান্স পিএলসির কর্মকর্তা শাহোদা বিভা, সানরাইজ প্রি ক্যাডেট স্কুলের শিক্ষক রহিমা আক্তার দিপু, কুষ্টিয়া পাবলিক স্কুলের প্রদান শিক্ষক আরিফুর রহমান, সহকারী শিক্ষক চুমকি খাতুন, বন্যা খাতুন, শারমিন আক্তার প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না ঘটার ফলে কর্মস্থলে নারীর কাজের পরিবেশও তেমন অনুকূল হয়ে ওঠেনি। তারা আরো বলেন যে, আমাদের প্রত্যাশা একটাই নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা। নারীর ওপর বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাধারা ভেঙে দিতে হবে। নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে মানবিক সমাজ গড়তে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, নারীরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদের নিরাপত্তার জায়গা নিশ্চিত করতে হবে। তারা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেই বিষয়টা নিশ্চিত করতে

হবে। নারীরা এই দেশের অর্থনৈতিক চাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নারীদের অধিকার নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে তাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরে কেক কেটে দিবসটি স্মরণীয় করে রাখা হয়।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক নৃত্য প্রতিযোগিতায় ১ম হলেন মিরপুরের রনক

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা ২০২৪-এ নৃত্য প্রতিযোগিতায় খুলনা বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থানে বিজয়ী হয়েছে ৩য় শ্রেনীর মেধাবি শিক্ষার্থী রনক। খুলনা বিভাগের মধ্যে স্কুল পর্যায়ে নৃত্য প্রতিযোগিতায় সে ১ম স্থান লাভ করে।

রনক মিরপুর উপজেলার খাদিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র।

সে উপজেলার নয় মাইল কাচারী এলাকার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম ও মোছা: রুমা খাতুন দম্পতির সন্তান। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

তার মা মোছা: রুমা খাতুন বলেন, আমার ছেলে ছোটবেলা থেকে গানের সাথে নৃত্য করতেন। তবে তার আগ্রহ বেশি থাকায় ভেড়ামারা শিল্পকলা একাডেমির নৃত্য শিক্ষক নাসিরুল ইসলামের কাছে প্রশিক্ষণের জন্য নিয়ে যেতাম। তারা ভালো নৃত্য শিখিয়ে থাকেন। বিভাগের মধ্যে প্রথম হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ভেড়ামারা শিল্পকলা একাডেমির নৃত্য শিক্ষক নাসিরুল ইসলাম বলেন, আমি ভেড়ামারায় শিশুদের নৃত্য প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের গড়ে তোলার চেষ্টা করি। আমার ভেড়ামারা উপজেলার অনেকেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পুরষ্কার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কেউ কেউ আবার জাতীয় পর্যায়ে পুরষ্কার লাভ করেছে। বিষয়টি অনুধাবন করে মিরপুর উপজেলা থেকে শিশু রনকের মা আমার কাছে নাচ শিখতে আসতো। রনক (বালক) এবার জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা বিভাগের মধ্যে প্রথম

স্থান অধিকার করেছে।

এছাড়াও ভেড়ামারা উপজেলা থেকে সীমন্তিনী চৌধুরী (বালিকা) নৃত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

ঠিকাদার ও সড়ক বিভাগের গাফিলতিতে এখন ধুলার শহর গাংনী

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা শহর এখন ধুলার শহরে পরিনত হয়েছে। সড়ক বিভাগের গাফিলতির কারণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার ও প্রতিদিন পানি না ছিটানোর জন্য দিনের বেলায় অন্ধকার মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহর।

ধুলায় ঢাকা পড়েছে জনগুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এই জনপদ। শহরে উড়ছে ধুলা-বালু। ধুলার কারনে গাংনী উপজেলা শহরে বেড়েছে বায়ু দূষণের মাত্রা। রাস্তায় নেমেই নাকাল হচ্ছেন শহরবাসী। নাকে-মুখে, চোখে ধুলা ঢুকে দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম। দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে জনজীবন।

দূষিত পরিবেশে বাড়ছে রোগ-বালাই। বিশেষ করে অ্যাজমা, এলার্জি, কাশিসহ শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা। হাসপাতাল, ক্লিনিক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের চেম্বারে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। এমন দূষণে চরম হুমকির মুখে উপজেলার জনস্বাস্থ্য।

এদিকে রাস্তা নির্মান কাজের ধীরগতিতেও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন এলাকাবাসী। সড়ক ও জনপদের কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা। অনেকে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছেন এ অবস্থা দেখার কী কেউ নেই?

গাংনী সিনেমা হলপাড়া এলাকার বাসিন্দা আরোজ আলী ও দোকানী বাদল মিয়া বলেন, প্রধান সড়কের পাশে হাটু পর্যন্ত ধুলা জমেছে। যানবাহনগুলো যাওয়ার সাথে সাথে ধুলোয় অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে এলাকা। দোকানের মধ্যে এমন কি বাসা বাড়িতেও ধুলায় ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।

স্কুল শিক্ষক আবু হোসেন ও ব্যাংক কর্মকর্তা বাবু বলেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলাফেরা করছি। ব্যবসায়ী আনারুল মিয়া ও সেন্টু আলী বলেন, আমাদের ট্যাক্সের টাকায় সরকারের কর্মকর্তারা গাড়িতে এসি লাগিয়ে চলাফেরা করেন। এগুলো তাদের চোখে পড়েনা? প্রশ্ন করে বলেন, ট্যাক্সের টাকা যদি জনগণের কাজেই না লাগে তাহলে, কেন আমরা ট্যাক্স দেব?

গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকার রিন্টু মিয়া বলেন, রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলছে একটু সমস্যা হবে সেটা আমরা জানি। কিন্তু, রাস্তার পাশে খুড়ে সেখানে বালি খোয়া ভরাট না করে ফেলে রেখেছে। খোয়া নির্দিষ্ট পরিমান না দিয়ে শুধু স্থানীয় বালি দেওয়ার কারনে ধুলাবালির সৃষ্টি হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভােগের কর্মকর্তাদের সেদিকে খেয়াল নেই।

শিশিরপাড়া গ্রামের আনসার আলী ও মোজাম্মেল হক বলেন, আমাদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে। এই ধুলার মধ্যে প্রতিদিন গাংনী শহরে যাওয়া আসা করতে শ্বাসকষ্টের সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রিকশাচালক হান্নান মিয়া বলেন, অনেক দিন ধরেই রাস্তার এ অবস্থা। আমরা রিকশা চালকরা সবচেয়ে বেশি বিপদে আছি। ধুলাবালির কারণে রিকশা চালাতে খুব সমস্যায় পড়তে হয়। ধুলাবালিতে মাস্ক ব্যবহার করি, কিন্তু কতক্ষণ আর মাস্ক পড়ে থাকা যায়?

গাংনী শহরের ব্যবসায়ী মিনারুল ইসলাম ও ফুটপথের ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেন বলেন, সড়কটির কাজ হচ্ছে একেবারেই কচ্ছপ গতিতে। কাজে গতি আনার উদ্দোগ নিতে হবে।

রাস্তা সংস্কারের জন্য যে পরিমান ধুলা হয় সেটা বন্ধ করতে হলে সড়ক ও জনপদ অফিসের মাধ্যমে দিনে অন্তত্য তিন বার পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রায় ৫/৬ মাস এ অবস্থায় থাকলেও মাসে একদিন পানি ছিটানো হচ্ছে না।
দ্রুত সড়কটি মেরামতের কাজ শেষ করে ধুলা থেকে মুক্তি চান গাংনীবাসি।

সড়ক ও জনপদ বিভাগ (সওজ) সূত্রে জানা যায়,প্রায় আট শ কোটি টাকা ব্যয়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের তিনটা প্যাকেজে আট কিলোমিটার ফোর লেনসহ নির্মাণ কাজ চলছে। যা মেহেরপুরের গাংনী অংশে প্রায় ৯০ কোটি টাকার উপরে ব্যায় ধরা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা শহরে প্রায় পৌণে চার কিলোমিটার ফোরলেন রাস্তা নির্মাণ হবে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্েসের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) আব্দুল আল মারুফ বলেন, ধুলাবালি মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ধুলাবালির কারণে অ্যাল্যার্জিক রাইনাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সাইনোসাইটিস, অ্যাজমা, বাধাজনিত শ্বাসরোগ, চোখ ওঠা, নিউমোনিয়া, রেসট্রিকটিভ লাঞ্চ ডিজিজ, ফুসফুস বা শ্বাসনালীর অন্য যে কোনো রোগ থাকলে তার প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে। ধুলার দূষণ এসব রোগের অন্যতম কারণ। এতে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে।’

এবিষয়ে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা বলেন, রাস্তায় ধুলাবালি রোধ করতে নিয়মিত পানি ছিটানোর নির্দেশ রয়েছে। ঠিক আছে আমি ঠিকাদারকে বলে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করছি।

ঠিকাদার জাহিরুল লিমিটেডের মালিক জহিরুল ইসলামকে মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিলে একবার কল রিসিভ করলেও কথা না বলে কেটে দেন। ফলে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।